দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

019

সংসদে বাজেটের ওপর আলোচনা

ভার্সিটি প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণ চাই : সরকারী দল

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল রোববার জাতীয় সংসদে বাজেটের সাধারণ আলোচনার ওপর বক্তৃতাকালে সরকার দলীয়রা বাজেটকে একটি গণমুখী, বাস্তব ধর্মী এবং সময়োপযোগী বাজেট বলে বর্ণনা করেন।

বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যারা বলেন, এটা সবচেয়ে খারাপ বাজেট। নিয়ন্ত্রণহীন কর ও বিদেশী সাহায্য নির্ভর বাজেট।

সরকার দলীয় অধিকাংশ সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও কিছুসংখ্যক শিক্ষকের ভূমিকার সমালোচনা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জোর দাবী করে বক্তৃতা করেন।

গতকাল বাজেটের সাধারণ আলোচনায় স্বতন্ত্র, সরকার ও বিরোধী দলের মোট ২৬ জন সদস্য বক্তব্য রাখেন। স্পীকার

(শেষ পৃঃ ৩-এর, কঃ দ্রঃ)

করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন করার কথা বললে জাতীয় সংসদের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়।

তিনি বলেন যে তার জানামতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪৪ জন শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হওয়ার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই। থার্ড ক্লাস মাস্টার ডিগ্রী ধারী কয়েকজন শিক্ষকও রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব জাতীয় সংসদের দেখার অধিকার রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে স্টেট গবর্নররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে থাকেন। ভারতে রাজ্য গবর্নর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সলর। অথচ এদেশে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ সংশোধন করে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে চ্যান্সলর করার বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলরকে যে মর্যাদা দেয়া হয়, অন্য কোন দেশে তার নজীর নেই। এমনকি ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্সের তালিকায় ভাইস চ্যান্সেলরদের নাম পর্যন্ত স্থান পায় না। তিনি বলেন এখানেও পার্লামেন্টকে বাইপাস করা চলবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের

এ কে এম শামসুল হুদা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক শিক্ষকের ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন যে তার জানা মতে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফ্যাকালটির চেয়ারম্যানের বছরে ১৪২টি ক্লাস নেয়ার কথা থাকলেও উক্ত শিক্ষক মাত্র একটি ক্লাস নিয়েছেন। অন্য একজন ফ্যাকালটি চেয়ারম্যান যারা বছরে কোন ক্লাসই নেননি। বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে তিনি বলেন, বুদ্ধিজীবীরা কি করেন তা আমি বুঝি না। বাজেটকে সুষম বাজেট বলে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের ৮ দফার সঙ্গে বাজেটের সংগতি রয়েছে।

আবদুর রহিম (ঢাকা) রাজনৈতিক দলের লেজুড় বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে আহ্বান জানান।